ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

টিআইবি'র অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা পুরস্কার ২০১১

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতাকে সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ

ঢাকা, ৩০ নভেম্বর ২০১১ বুধবার: ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)-এর ২০১১ সালের দুর্নীতি বিষয়ে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। এবারের অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় প্রিন্ট মিডিয়া জাতীয় বিভাগে সাপ্তাহিক শীর্ষ কাগজের মোহাম্মদ নাইমুদ্দিন, প্রিন্ট মিডিয়া আঞ্চলিক বিভাগে যৌথভাবে যথাক্রমে খুলনা থেকে প্রকাশিত দৈনিক পূর্বাঞ্চল এর রিপোর্টার এইচএম আলাউদ্দিন ও চাঁদপুর থেকে প্রকাশিত দৈনিক চাঁদপুর কণ্ঠ এর এ এইচ এম আহসান উল্লাহ এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া বিভাগে এটিএন নিউজের স্পেশাল করেসপনডেন্ট মাশহুদুল হক পুরস্কৃত হয়েছেন। এই প্রতিবেদনটি মানুষের সামনে তুলে ধরতে ক্যামেরায় ছিলেন **হাবিবুর রহমান**। অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে এই সাহসী ভূমিকার জন্য প্রথমবারের মতো তাকে বিশেষ সম্মাননা দেয়া হয়। আলোচনা পর্বে বক্তারা অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার গুণগত মান বজায় রাখা এবং একে সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

মহাখালীস্থ ব্র্যাক সেন্টার ইন-এ আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব আবুল কালাম আজাদ। তিনি অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় বিজয়ী প্রত্যেকের হাতে সম্মাননাপত্র, ক্রেস্ট ও আশি হাজার টাকার চেক এবং প্রথমবারের মতো ক্যামেরাপারসনের জন্য বিশ হাজার টাকার চেক তুলে দেন। টিআইবি ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারপারসন অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে **"বাংলাদেশে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় চ্যালেঞ্জঃ উত্তরণের উপায়"** শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ডেইলি ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস এর সম্পাদক মোয়াজ্জেম হোসেইন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, টিআইবি ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য এম. হাফিজউদ্দিন খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক ড. শাখাওয়াত আলী খান ও ড. গোলাম রহমান, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ।

পুরস্কারপ্রাপ্ত সাংবাদিকদের অভিনন্দন জানিয়ে জনাব আবুল কালাম আজাদ বলেন, "বাক্ স্বাধীনতা বা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হচ্ছে সাংবাদিকদের একটি অধিকার। এ অধিকারের অর্থ হচ্ছে বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা যা জনগণের স্বার্থের জন্য কাজ করবে। গণমাধ্যম গণতন্ত্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠান, সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বাক স্বাধীনতা ও তথ্যের অবাধ প্রবাহের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। একটি গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় অজ্ঞতা থেকে মুক্তির অধিকার জনগণের রয়েছে। সে অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে অন্যতম ভূমিকা পালন করতে হয় গণমাধ্যমকে। এজন্য গণমাধ্যমকে হতে হয় স্বাধীন, বস্তুনিষ্ঠ, দায়িত্বশীল ও দলীয় রাজনীতির প্রভাবমুক্ত। বাংলাদেশের গণমাধ্যম তুলনামূলকভাবে পৃথিবীর অনেক দেশের, এমনকি অনেক উন্নত দেশের তুলনায় অনেক সক্রিয়, সোচ্চার ও স্বাধীন। যদিও অনেক প্রতিকুলতার ভিতরে থেকে বাংলাদেশের গণমাধ্যমকে কাজ করতে হয়। আমার স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, পেশা হিসেবে বাংলাদেশে গণমাধ্যম একটি ঝুঁকিপূর্ণ খাত। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোটের সরকার, বিশেষ করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ গণমাধ্যমের স্বাধীনতায় শুধু বিশ্বাসই করেনা এবং এটি শুধু আমাদের নির্বাচনী অঙ্গীকারই নয় বরং আমরা গণমাধ্যমের পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে চাই। একই সাথে আমাদের প্রত্যাশা গণমাধ্যম কর্মী ও প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের স্ব-উদ্যোগে এই মাধ্যমের তথা তাদের কাজে পূর্ণ পেশাগত উৎকর্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠা করতে আরো উদ্যোগী হবেন।"

তিনি আরো বলেন, "দুর্নীতির বিষয়টি জাতির সামনে তুলে ধরার ক্ষেত্রে গণমাধ্যম ক্রমেই সোচ্চার হচ্ছে এবং এক্ষেত্রে অনুসন্ধানী সাংবাদিকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বর্তমান সরকার গণমাধ্যমের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে। সেজন্য নবম সংসদের প্রথম অধিবেশনেই তথ্য অধিকার আইন পাশ করেছে এবং খুব দ্রুত সময়ে তথ্য কমিশনও গঠন করেছে। বিগত সময়ে গণমাধ্যম সব সময় স্বাধীনতা ভোগ করেনি। গণমাধ্যমের এ স্বাধীনতাকে কাজে লাগিয়ে সমাজের অন্যায়, অনিয়ম, ভাল, মন্দ জনগণের কাছে তুলে ধরার দায়িত্ব সাংবাদিকদের, বিশেষ করে অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের। বিশেষ কোন শ্রেণীর স্বার্থে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা করা নৈতিকতা বিরোধী।"

প্রবন্ধ উপস্থাপন করে **মোয়াজ্জেম হোসেইন** বলেন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন হয়। বাংলাদেশে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা অনেক সমৃদ্ধ। তবে একজন অনুসন্ধানী সাংবাদিকের নিজস্ব কমিউনিটির উপর দরদ থাকতে হবে এবং সেই অনুযায়ী প্রতিবেদন রচনায় মনোযোগী হওয়া উচিত।" তিনি সাংবাদিকতার সার্বিক মানোন্নয়নে স্থায়ী প্রেস কমিশন গঠণের সুপারিশ করেন।

টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক **ড. ইফতেখারুজ্জামান** বলেন, "অনেক দেশেই রেডিও একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে সমাজ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। টিআইবি এ মাধ্যমটিকে ব্যবহার করে তৃণমূলের মানুষকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন করার চেষ্টা করবো। টিআইবি ইতোমধ্যেই দেশের সাতটি বিভাগের সাংবাদিকদের অনুসন্ধানী প্রতিবেদন রচনার ওপর প্রশিক্ষণ দিয়েছে। শীঘ্রই তৃণমূলের সাংবাদিকদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।"

সভাপতির বক্তব্যে **অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল** বলেন, "স্বচ্ছতা আর সততা একজন মানুষকে সবদিক থেকে রক্ষা করে, তাই সাংবাদিকদেরও এ বিষয়টি মনে রাখা উচিত। মফস্বলে যারা সাংবাদিকতা করেন তাদের জন্য অনেক সময় স্থানীয় প্রভাবশালীদের কারণে সাংবাদিকতা করা কষ্টকর হয়ে যায়। সাংবাদিকরা বিভিন্ন সময়ে নির্যাতনের শিকার হন, এর একটি দৃশ্যমান সমাধান দরকার। তথ্যই শক্তি একইসাথে তথ্য দায়িত্বও। একারণে যারা এ বিষয় নিয়ে কাজ করেন তাদের আরো দায়িত্ববান হওয়া জরুরি।"

এবছর প্রিন্ট মিডিয়া জাতীয় বিভাগে পুরস্কৃত হয়েছেন সাপ্তাহিক শীর্ষ কাগজের **মোহাম্মদ নঈমুদ্দিন**। প্রতিবেদনটির শিরোনাম ছিল 'ঘুষ–দুর্নীতির আখড়া জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ'। এই প্রতিবেদনে বিশদভাবে উঠে এসেছে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের নানা অনিয়ম আর দুর্নীতির চিত্র। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ক্ষমতার অপব্যবহার, ঘুষ ও জনগণকে হয়রানি সহ বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগ এ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে। দীর্ঘ দিনের অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে এই সরকারি প্রতিষ্ঠানটি বাড়িয়ে চলেছে জনসাধারণের ভোগান্তি ও ক্ষোভ। প্রতিবেদনটি ২০১০ সালের ২৫ অক্টোবর থেকে ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত সাপ্তাহিক শীর্ষ কাগজ এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

প্রিন্ট মিডিয়ায় আঞ্চলিক পর্যায়ের দুইজন সাংবাদিক তাদের অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের জন্য যৌথভাবে পুরস্কৃত হয়েছেন। তারা হলেন চাঁদপুর এর সাংবাদিক **এ এইচ এম আহসান উল্লাহ এবং** খুলনার সাংবাদিক **এইচ এম আলাউদ্দিন** । **এ এইচ এম আহসান উল্লাহ'র** প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল '২৫০ শয্যা বিশিষ্ট চাঁদপুর জেনারেল হাসপাতালের হালচাল।' প্রতিবেদনটি ২০১০ সালের ১১ থেকে ২২ জুলাই পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে দৈনিক চাঁদপুর কণ্ঠ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এ প্রতিবেদনে উঠে এসেছে চাঁদপুরের সরকারি জেনারেল হাসপাতালের অব্যবস্থাপনা, অনিয়ম ও দুর্নীতির সামগ্রিক চিত্র। ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত প্রতিবেদনটিতে উপস্থাপিত হয়েছে চিকিৎসকদের দায়িত্বে অবহেলা, অপ্রতুল সরকারি অর্থ বরাদ্দ, বরাদ্দকৃত অর্থ ও সম্পদের অব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্যখাতে দুর্নীতি এবং সর্বোপরি জনদুর্ভোগের হতাশাব্যঞ্জক অভিজ্ঞতার চিত্র। আঞ্চলিক বিভাগে পুরস্কারপ্রাপ্ত আরেকজন **এইচ এম আলাউদ্দিন** এর প্রতিবেদনটি দৈনিক পূর্বাঞ্চল পত্রিকায় ২০১০ সালের ৩ নভেম্বর থেকে ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত "কোচিং নির্ভর শিক্ষা" শিরোনামে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এই প্রতিবেদনে খুলনার শিক্ষাখাতে দুর্নীতির ভয়াল চিত্র উঠে এসেছে। ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত প্রতিবেদনে কোচিং সেন্টারগুলোর দৌরাত্ম খুলনা নগরীর সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনিয়ম ও দুর্নীতি, শিক্ষার নামে বাণিজ্য, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সাথে প্রতারণা ও হয়রানির ঘটনা চিত্রায়িত হয়েছে।

ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া বিভাগে পুরস্কৃত হয়েছেন এটিএন নিউজের স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট **মাশহুদুল হক**। তাঁর প্রতিবেদনটির শিরোনাম 'গাজীপুরের বাইপাস বিশ্বরোডে চাঁদাবাজি'। অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে তাঁর প্রতিবেদনে তুলে এনেছেন গাজীপুরের বাইপাস বিশ্বরোডে পুলিশের নিয়োগ করা দালালরা কিভাবে প্রকাশ্যে চাঁদাবাজি করছেন সে চিত্র। পুলিশের উপস্থিতিতে এই দালালরা প্রতি গাড়িতে ২০০ থেকে ৩০০ টাকা চাঁদাবাজি করছেন টোকেনের মাধ্যমে। নাটকীয় কায়দায় প্রতিদিন এই সড়ক থেকে চাঁদাবাজি করে পুলিশ আয় করছে লক্ষ লক্ষ টাকা। এই প্রতিবেদনটি মানুষের সামনে তুলে ধরতে ক্যামেরায় ছিলেন **হাবিবুর রহমান**।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশে দুর্নীতি বিষয়ক অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় পেশাদারী উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে ১৯৯৯ সাল থেকে প্রতি বছর টিআইবি এ পুরস্কার প্রদান করে আসছে। এবার প্রিন্ট মিডিয়ায় জাতীয় বিভাগে ২৪টি, আঞ্চলিক বিভাগে ১৯টি এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় ৯টিসহ মোট ৫২টি প্রতিবেদন জমা পড়ে। প্রতিবেদনগুলো মূল্যায়নের জন্য চার সদস্যের বিচারকমন্ডলীতে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক ড. শাখাওয়াত আলী খান ও ড. গোলাম রহমান, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের শিক্ষক (অবসরপ্রাপ্ত) অধ্যাপক দিলার চৌধুরী এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক ড. মুহাম্মদ ইয়াহিয়া আখতার।

গণমাধ্যম যোগাযোগ

রিজওয়ান - উল - আলম
পরিচালক, আউটরিচ এন্ড কমিউনিকেশন
০১৭১৩ ০৬৫০১২
rezwan@ti-bangladesh.org